অধিবেশন নং ১5

আজকের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়বস্তু

জীব নিরাপত্তা

জীব নিরাপত্তার উদ্দেশ্যঃ

- রোগ / রোগ জীবাণুকে দূর রাখে।
- রোগাক্রান্তের / মৃত্যুর হার-হ্রাস করে।
- স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ভোগ্যপন্য উৎপাদন।
- খামারকে পরিবেশ বান্ধব করে রাখা।
- বিনিয়োগকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবেশ করা।
- জীবাণু সংক্রমণের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা।

জীব নিরাপত্তা : খামারকে জীবাণুমুক্ত রাখতে যে সকল কাজ করা হয় তাকে জীব নিরাপত্তা বলা হয়।

খামারকে রোগমুক্ত রাখতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।

১। গুণাগুণ সম্পন্ন খাবার সরবরাহ।

২। বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবস্থা।

৩। সঠিকভাবে গরুর ঘর তৈরী।

৪। খামারে দর্শণার্থীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ।

৫। ঘরের বাহিরের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

৬। ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা।

৭। নিয়মিত টিকা প্রদান।

১। গুণাগুণ সম্পন্ন খাবার সরবরাহ :

- খোলা অবস্থায় খাবার ফেলে রাখা
- পরিমিত খাবার সংরক্ষণ করতে হবে
- খাবারের বস্তাকে মাটি থেকে উপরে পাটাতনে রাখতে হবে
- খাবার জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে
- গুণাগুণ সম্পন্ন খাবার
- স্টার্টার, গ্লোবার এবং লেয়ার (শক্তি, প্রোটিন, খনিজ লবন ও ভিটামিন)শাকসবজির উচ্ছিস্টাংশ ও দানাদার জাতীয় খাবার

২। বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবস্থা।

- টিউবওয়েলের পানি
- বাতাস দূষিত নয় এমন এলাকায় সঠিক উপায়ে রাখা বৃষ্টির পানি
- পৌর কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি
- ছাঁকা পানি (কাঠ কয়লা দ্বারা ছাঁকা)

৩। স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাপনার বিষয় চিন্তা করে গরুর ঘর তৈরী :

ক) প্রতিপালন পদ্ধতি ও উপযোগীতানুসারে গরুর ঘর/ শেড নির্মাণ করা।

খ) ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা।

গ) খামারে পরস্পর শেডের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব রাখতে হবে।

ঘ) উত্তর-দক্ষিণমূখী ঘর নির্মাণ করতে হবে।

৪. খামারে দর্শণার্থীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা

- খামারে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- খামারে প্রবেশপথে জীবানুনাশক দ্রবনের পাত্র রাখতে হবে, যেখানে জুতাসহ পা জীবানুনাশক দ্রবণে জীবানুমুক্ত করা।
- খামারে যে শ্রমিক কাজ করবে তার অবশ্যই খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে।
- মানুষ যাতে সহজে খামারে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন-বেড়ার মধ্যে সতর্কবানী থাকতে হবে।

৫। গরুর ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা

- বয়স ও সংখ্যানুসারে খাবার পাত্র এবং পানির পাত্র ব্যবস্থা করা।
- মৃত গরুর যথাযথ ব্যবস্থায় সৎকার করা।
- বৎসরে অন্তত: ১ বার এবং গরুর পরিবর্তনের সময় সমস্ত ঘর, ঘরের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করা।
- দেহে বহি:পরজীবির উপদ্রব থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করা।

৬। ঘরের বাহিরের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

- ❑ দেয়াল, মেঝে ও চালা ভালভাবে জীবানুমুক্ত করা।

৭। নিয়মিত টিকা প্রদান করা

- ❑ টিকা প্রদানের নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করা।
- ❑ অসুস্থ গরুকে প্রয়োগ না করা।

পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত

১.জীব নিরাপত্তা কী ?

২. মৃত গরুর কি ভাবে সৎকার করা উচিত?

রচনামূলক (বাড়ীর কাজ):

১. খামারকে রোগমুক্ত রাখতে হলে কী কী বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে ?

আলোচ্য বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা মতামত:

কমেন্টস এর মাধ্যমে

THANKS!